কলকাতার উচ্চ আদালতে

(ফৌজদারি পুনর্বিবেচনামূলক এক্তিয়ার)

আপীল বিভাগ

বর্তমানঃ

মাননীয় বিচারপতি শম্পা দত্ত (পল)

২০১৯ সালের সিআরআর ১১১৯

শ্রীমতী চিন্ময়ী পান্ডা

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং আরকেজন

আবেদনকারীর জন্য	:	শ্রী সৈয়দ নাসিম এজাজ
রাজ্যের জন্য	:	শ্রী মনোরঞ্জন মাহাতো
বিরোধী দল নং ২-এর জন্য	:	শ্রী সৌরিত কে. সিল, শ্রী দেব কুমার চন্দ্র, শ্রীমতী অপরূপা চক্রবর্তী।
শুনানি শেষ হয়েছে	:	২৩.০৮.২০২৩
বিচার	**:**	**২০.০৯.২০২৩**

বিচারপতি শম্পা দত্ত (পল) :

১) ২০১৮ সালের এম. পি. মামলা নং ১৭৭৫-এ ফৌজদারি কার্যবিধির ১৪৪ (২) ধারার অধীনে কার্যধারায় শিয়ালদহের বিদ্বান এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত ০১.০৪.২০১৯ তারিখের আদেশের বিরুদ্ধে বর্তমান সংশোধনটি অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

২) আবেদনকারীর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে তিনি প্রয়াত পীযূষ কান্তি চ্যাটার্জির একমাত্র আইনি উত্তরাধিকারী এবং আবেদনকারীর বাবা-মা হিসেবে প্রয়াত গীতা চ্যাটার্জির একমাত্র আইনি উত্তরাধিকারী।

৩) আবেদনকারীর বাবা ০৪.০৩.১৯৯৭-এ মারা যান।

৪) আবেদনকারীর মা ০৭.০৯.২০১৩-এ মারা যান।

৫) আবেদনকারী হলেন প্রাঙ্গণের এক পঞ্চমাংশ ভাগের একমাত্র মালিক, যার পরিমাপ প্রায় ৬ কোটাহ ১২ চিত্তাক (কিছুটা বেশি বা কম), অবস্থিত এবং ৩৮ নং প্রাঙ্গনে অবস্থিত, নারকেলডাঙ্গা মেইন রোড (এখন নাম পরিবর্তন করে আবুল কালাম আজাদ সরণি করা হয়েছে), পি. এস.-বেলিয়াঘাটা, কলকাতা-৭০০০৫৪।

৬) আবেদনকারী উপরোক্ত প্রাঙ্গনের অন্যান্য সহ-মালিকদের সাথে বিপরীত পক্ষের পক্ষে ২০.০৯.২০০৬ তারিখের একটি উন্নয়ন চুক্তি কার্যকর করেছিলেন, যার নাম অর্জুন গুপ্ত, যিনি উক্ত প্রাঙ্গনে নতুন বহুতল ভবন নির্মাণের জন্য সর্বশ্রী সুসা নির্মাণ সংস্থার একমাত্র মালিক।

৭) আবেদনকারীর মায়ের মৃত্যুর পর, আবেদনকারী ২৩.০৪.২০১৪ তারিখে বিপরীত পক্ষ নং ২, অর্থাৎ মেসার্স সুসামা কনস্ট্রাকশনের একমাত্র মালিক অর্জুন গুপ্তের অনুকূলে একটি সম্পূরক উন্নয়ন দলিল সম্পাদন করেছেন, যিনি উক্ত প্রাঙ্গণে নতুন বহুতল ভবন নির্মাণের জন্য আবেদনকারীর একমাত্র মালিক ছিলেন।

৮) ২ নং বিরোধী পক্ষ সম্পূরক নথিতে উল্লিখিত নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার পরে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে মুখ করে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে মুখ করে প্রায় ৭ ডিগ্রি বর্গফুট পরিমাপের কার্পেট এলাকা সহ প্রথম তলায় একটি ফ্ল্যাটের শান্তিপূর্ণ দখল হস্তান্তর করতে সম্মত হয় এবং মৌখিকভাবে প্রতিশ্রুতি দেয় যে তিনি নির্মাণের জন্য আবেদনকারীর দেওয়া অনুমতির জন্য অগ্রিম ১১ ,০০,০০০/- টাকা (মাত্র ১১ লক্ষ টাকা) প্রদান করবেন।

৯) যেহেতু বিপরীত পক্ষ নং ২ মৌখিকভাবে উক্ত বিবেচনার পরিমাণ পরিশোধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তাই তিনি ২৩.০৫.২০১৪ তারিখের চেকের মাধ্যমে নির্মাণের অনুমতি দেওয়ার জন্য আবেদনকারীকে বিবেচনার অর্থ হিসাবে ১১,০০,০০০-(মাত্র এগারো লক্ষ টাকা) প্রদান করেছিলেন, যার বিরুদ্ধে বিপরীত পক্ষ নং ২ আবেদনকারীর পক্ষে ২৩.০৫.২০১৪ তারিখের একটি অর্থ রসিদও জারি করেছিল।

১০) ২ নং বিপরীত পক্ষের জারি করা অর্থ রসিদে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ৩৮ নং প্রাঙ্গণ, নারকেলডাঙ্গা মেইন রোড (বর্তমানে আবুল কালাম আজাদ সরণি, পি. এস.-বেলিয়াঘাটা, কলকাতা-৭০০ ০৫৪ নামে পুনঃনামকরণ করা হয়েছে)-এর মধ্যে একটি বহুতল ভবন নির্মাণের বিনিময়ে এবং বিবেচনার বিনিময়ে বিরোধী পক্ষ আবেদনকারীকে ১১,০০,০০০/- টাকা (এগারো লক্ষ টাকা) দিয়েছে।

১১) এরপর আবেদনকারী কিছু নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে ২ নং বিপরীত পক্ষের জালিয়াতির বিষয়ে জানতে পারেন।

১২) এখন বিপরীত পক্ষ নং ২ ইতিমধ্যে আবেদনকারীর সম্মতি ছাড়াই কিছু অজানা ব্যক্তির কাছে ৭০০ বর্গফুটের সম্মত অংশ বিক্রি করেছে, যদিও নির্মাণ এখনও শেষ হয়নি।

১৩) এরপর আবেদনকারী বিভিন্ন সূত্র থেকে ২ নং বিপরীত পক্ষের জালিয়াতির বিষয়ে অনুসন্ধান করেন এবং আবেদনকারী ও তার পরিবারের সদস্যরা যখন এই বিষয়ে নিশ্চিত হন, তখন আবেদনকারী তার ভুল কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য ২ নং বিপরীত পক্ষের কাছে যান।

১৪) এটিও বলা হয়েছে যে বিরোধী পক্ষও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনও যথাযথ অনুমোদনের পরিকল্পনা ছাড়াই অবৈধভাবে নতুন বহুতল ভবন নির্মাণ করছে।

১৫) বিপরীত পক্ষ নং ২ আবেদনকারীর সাথে তার বাসভবনের কাছে ২২.১২.২০১৮-এ দুর্ব্যবহার করেছে।

১৬) ২৩.১২.২০১৮-এ আবেদনকারী আবার উপরোক্ত উল্লিখিত নির্ধারিত প্রাঙ্গনে ২ নং বিপরীত পক্ষের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন যেখানে বর্তমানে নির্মাণ কাজ চলছে, ২ নং বিপরীত পক্ষ আবার দুর্ব্যবহার করেছে এবং আবেদনকারীকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হুমকি দিয়েছে এবং আবেদনকারীর প্রতি নোংরা অবমাননাকর ভাষাও ব্যবহার করেছে।

১৭) শ্রী সৈয়দ নাসিম এজাজ, রিটকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী দ্বারা দাখিল করা হয়েছে যে আবেদনকারী শুধুমাত্র সম্মত শেয়ার দাবি করেছেন ৭০০ বর্গফুট স্বয়ং বিপরীত পক্ষ ২ থেকে প্রথম তলায় ফ্ল্যাট কিন্তু বিপরীত পক্ষের নং ২ ক্রমাগত এড়িয়ে যাচ্ছে এবং আবেদনকারীর সাথে দুর্ব্যবহার করছে।

১৮) আবেদনকারী এবং তার পরিবারের সদস্যরা বিপরীত পক্ষের প্ররোচনায় গুরুতর শান্তি ভঙ্গের আশঙ্কা করেছিলেন যারা নিয়মিত তাকে মারাত্মক পরিণতির হুমকি দিচ্ছিল এবং ফলস্বরূপ স্থানীয়দের মধ্যে গুরুতর উত্তেজনা বিরাজ করছে।

১৯) আবেদনকারী বেলিয়াঘাটা থানায় জি. ডি. ই. নং ২৩৬৮ তারিখ ২৩.১২.২০১৮-এর মাধ্যমেও বিষয়টি জানান।

২০) আবেদনকারী কোনও বিকল্প খুঁজে না পেয়ে ১৯৭৩ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির ১৪৪ (২) ধারার অধীনে শিয়ালদহের বিদ্বান এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে একটি আবেদন করেছিলেন, যা ২০১৮ সালের এম. পি. কেস নং ১৭৭৫ হিসাবে গণনা করা হয়েছিল।

২১) বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ২৪.১২.২০১৮ তারিখে একটি আদেশ জারি করে সন্তুষ্ট হন এবং অন্যান্য বিষয়ের সাথে সাথে বেলিয়াঘাটা থানা অফিসার-ইন-চার্জকে ২১.০১.২০১৯ তারিখে একটি প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন এবং কেউ যাতে কোনও অন্যায় কাজ না করে তা নিশ্চিত করার নির্দেশ দেন। যেহেতু বিপরীত পক্ষ নং ২ নির্মাণ কাজ বন্ধ করেনি, তাই আবেদনকারীকে ২১.০১.২০১৮ তারিখে বিষয়টি উত্থাপন করতে বাধ্য করা হয় এবং আবেদনটি দাখিল করার পর, বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট বেলিয়াঘাটা থানা অফিসার-ইন-চার্জকে নির্দেশ দেন যে বিপরীত পক্ষ নং ২ কর্তৃক কোনও ধরণের অবৈধ কাজ করা না হয় এবং পরবর্তী তারিখ ০৪.০২.২০১৯ তারিখ নির্ধারণ করা হয়। উক্ত তারিখে বেলিয়াঘাটা থানা অফিসার-ইন-চার্জ রিপোর্ট জমা দেন।

২২) আবেদনকারী একটি পিটিশন দায়ের করেন এবং উক্ত পুলিশ রিপোর্টকে চ্যালেঞ্জ করেন এবং ফৌজদারি কার্যবিধির ১৪৪ (৫) ধারার অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিকারের মেয়াদ বাড়ানোর জন্যও অনুরোধ করেন। বিদ্বান ম্যাজিস্ট্রেট ০১.০৪.২০১৯-এ পুলিশ রিপোর্টের শুনানির জন্য বিষয়টি স্থির করেন। ০১.০৪.২০১৯-এ বিদ্বান এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট পক্ষগুলির দীর্ঘ শুনানি না করে এবং বিপরীত পক্ষের বিদ্বান অ্যাটর্নি নং ২-এর দায়ের করা হাজিরার ভিত্তিতে কার্যধারাটি প্রত্যাহার করে নেন।

২৩) বলা হয়েছে যে, শুধুমাত্র পুলিশ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রদত্ত উক্ত আদেশের উপর বিদ্বান ম্যাজিস্ট্রেটের অনুসন্ধানগুলি বিকৃত এবং এটি আবেদনকারীর বিরুদ্ধে বিরোধী পক্ষ নং ২-এর বিরুদ্ধে দায়ের করা টাইটেল মামলায় ব্যবহার করা হবে যেখানে সম্পত্তির ক্ষেত্রে বিপরীত পক্ষ নং ২ দ্বারা সম্পাদিত পরিবহণ দলিলের বিষয়টি প্রশ্নবিদ্ধ এবং এটি শিয়ালদহের বিদ্বান তৃতীয় সিভিল জজ জুনিয়র ডিভিশন, আদালতে বিচারাধীন রয়েছে।

২৪) এটি আরও বলা হয় যে আইনি অবস্থানটি হল আদেশটি পাস করার জন্য বিদ্বান ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক নির্ধারিত কারণগুলি শিয়ালদহের বিদ্বান সিভিল জজ (জুনিয়র বিভাগ)-এর সামনে বিচারাধীন দেওয়ানি মামলায় আবেদনকারীর মামলাটিকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে।

২৫) যে ২০১৮ সালের এম. পি. মামলা নং ১৭৭৫-এ ফৌজদারি কার্যবিধির ১৪৪ (২) ধারার অধীনে কার্যধারায় প্রদত্ত আদেশটি আইনে খারাপ হওয়ায় বাতিল করা এবং অভিযুক্ত আদেশটি বাতিল করা হবে।

২৬) শ্রী মনোরঞ্জন মাহাতো, বিদ্বান পরামর্শদাতা রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

২৭) বিরোধী পক্ষ নং ২-এর বিদ্বান আইনজীবী শ্রী সৌরিত কুমার শীল বলেছেন যে, আদেশ সংশোধন আইন অনুসারে এবং কোনও হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই কারণ উক্ত আদেশের বিধিবদ্ধ সময়ের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে এবং বিদ্বান ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা কার্যধারা বাতিল করা হয়েছে।

২৮) সংশোধনের অধীনে ক্রমটি নিম্নরূপঃ-

"এম. পি. ২০১৮ সালের মামলা নং ১৭৭৫

ফৌজদারি কার্যবিধির ধারার অধীনে ১৪৪(২)

শ্রীমতী চিন্ময়ী পান্ডা বনাম শ্রী অর্জুন গুপ্ত।

তারিখঃ ০১.০৪.২০১৯

উভয় পক্ষই হাজিরা দাখিল করেছে প্রথম পক্ষের সময়ের জন্য প্রার্থনা পি. আর. টি. এস. এটি-এটি ও/সি বেলিয়াঘাটার প্রতিবেদন থেকে প্রতীয়মান হয় যে প্রথমত, ও. পি. কে. এম. সি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে একটি অনুমোদিত পরিকল্পনা পেয়েছিল।

দ্বিতীয়ত, সম্পত্তি কর হল ও. পি.-এর নামে।

তৃতীয়ত, পি. এস. অবৈধ নির্মাণের কোনও নোটিশ পায়নি।

চতুর্থত ও.পি. সুবিধার দলিলের অনুলিপিও সরবরাহ করেছিল যা ডেপুটি রেজিস্ট্রার-ইল আল্টপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনার অফিসে যথাযথভাবে নিবন্ধিত হয়েছিল।

পঞ্চমত, বিষয়টি দেওয়ানি প্রকৃতির।

ষষ্ঠত, সংবিধিবদ্ধ সময়কাল শেষ হয়েছে।

তাই মামলাটি বাদ দেওয়া হয় এবং দায়ের করা হয়।

সাক্ষর/-

শিয়ালদহের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট "

২৯) ফৌজদারি কার্যবিধির ১৪৪ ধারাটি নিম্নরূপঃ-

"১৪৪) সম্ভাব্য বিপদের উপদ্রবের ক্ষেত্রে জরুরি ভিত্তিতে আদেশ জারি করার ক্ষমতা -

(১) জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট বা রাজ্য সরকার কর্তৃক বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের মতে, এই ধারার অধীনে কার্যধারার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি রয়েছে এবং অবিলম্বে প্রতিরোধ বা দ্রুত প্রতিকার কাম্য,

যদি এই ধরনের ম্যাজিস্ট্রেট বিবেচনা করেন যে, এই ধরনের নির্দেশ আইনত নিযুক্ত কোনও ব্যক্তির বাধা, বিরক্তি বা আঘাত রোধ করতে পারে বা প্রতিরোধ করতে পারে, অথবা মানুষের জীবন, স্বাস্থ্য বা নিরাপত্তাকে বিপন্ন করতে পারে, অথবা জনশান্তির ব্যাঘাত ঘটাতে পারে, অথবা কোনও বিবাদের দাঙ্গা রোধ করতে পারে, তা হলে এই ধরনের ম্যাজিস্ট্রেট মামলার বস্তুগত তথ্য উল্লেখ করে এবং ধারা ১৩৪ দ্বারা প্রদত্ত পদ্ধতিতে কাজ করার লিখিত আদেশের মাধ্যমে যে কোনও ব্যক্তিকে কোনও নির্দিষ্ট কাজ থেকে বিরত থাকার বা তার দখলে থাকা বা তার পরিচালনার অধীনে থাকা নির্দিষ্ট সম্পত্তি সম্পর্কে নির্দিষ্ট আদেশের আদেশ নেওয়ার নির্দেশ দিতে পারেন।

(২) এই ধারার অধীনে একটি আদেশ, জরুরি অবস্থার ক্ষেত্রে বা যে ক্ষেত্রে পরিস্থিতি সেই ব্যক্তির উপর নোটিশটির নির্ধারিত সময়ে পরিবেশন করা স্বীকার করে না যার বিরুদ্ধে আদেশটি নির্দেশিত হয়, তা একতরফাভাবে পাস করা যেতে পারে।

(৩) এই ধারার অধীনে একটি আদেশ কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে, বা কোনও নির্দিষ্ট স্থান বা অঞ্চলে বসবাসকারী ব্যক্তিদের, বা সাধারণত কোনও নির্দিষ্ট স্থান বা অঞ্চলে ঘন ঘন বা পরিদর্শন করার সময় জনসাধারণের কাছে নির্দেশিত হতে পারে।

(৪) এই ধারার অধীনে কোনও আদেশ তৈরি হওয়ার পর থেকে দুই মাসের বেশি সময় ধরে কার্যকর থাকবে নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি রাজ্য সরকার মানুষের জীবন, স্বাস্থ্য বা নিরাপত্তার বিপদ রোধ করার জন্য বা দাঙ্গা বা কোনও সংঘর্ষ রোধ করার জন্য এটি করা প্রয়োজন বলে মনে করে, তবে এটি প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্দেশ দিতে পারে যে এই ধারার অধীনে কোনও ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বারা প্রদত্ত আদেশ ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বারা প্রদত্ত আদেশের তারিখ থেকে অনধিক ছয় মাসের জন্য কার্যকর থাকবে, তবে এই আদেশের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে, যেমনটি তিনি উক্ত প্রজ্ঞাপনে নির্দিষ্ট করতে পারেন।

(৫) যে কোনও ম্যাজিস্ট্রেট, তাঁর নিজের উদ্যোগে বা কোনও ক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনের ভিত্তিতে, নিজে বা তাঁর অধীনস্থ কোনও ম্যাজিস্ট্রেট বা তাঁর পূর্বসূরি দ্বারা এই ধারার অধীনে করা কোনও আদেশ বাতিল বা পরিবর্তন করতে পারেন।

(৬) রাজ্য সরকার, তার নিজের উদ্যোগে বা কোনও ক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনের ভিত্তিতে, উপ-ধারা (৪)-এর শর্তাবলীর অধীনে তার দ্বারা প্রদত্ত কোনও আদেশ বাতিল বা পরিবর্তন করতে পারে।

(৭) উপ-ধারা (৫) বা উপ-ধারা (৬) এর অধীন কোন আবেদন গৃহীত হলে, ম্যাজিস্ট্রেট বা রাজ্য সরকার, ক্ষেত্রমত, আবেদনকারীকে ব্যক্তিগতভাবে বা উকিলের মাধ্যমে এবং আদেশের বিরুদ্ধে কারণ দেখিয়ে তার সামনে হাজির হওয়ার একটি দ্রুত সুযোগ প্রদান করবে; এবং ম্যাজিস্ট্রেট বা রাজ্য সরকার, ক্ষেত্রমত, আবেদনটি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে প্রত্যাখ্যান করলে, তিনি তা করার কারণগুলি লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করবেন।"

৩০) রেকর্ডের বিষয়বস্তু থেকে এটা স্পষ্ট যে, সংশোধনের আদেশটি আর কার্যকর নেই এবং সংবিধিবদ্ধ সময়সীমাও শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু আবেদনকারীর পক্ষে বিদ্বান কৌঁসুলি বলেছেন যে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের পর্যবেক্ষণগুলি মালিকানা মামলায় তাঁর মামলাটিকে পক্ষপাতদুষ্ট করবে এবং তিনি অপূরণীয় ক্ষতি ও ক্ষতির সম্মুখীন হবেন।

৩১) এটিও প্রতীয়মান হয় যে সংবিধিবদ্ধ সময়কাল শেষ হওয়ার সাথে সাথে মোট কার্যধারাটি বাদ দেওয়া হয়েছে। কার্যধারাটি আর কার্যকর নেই। সুতরাং নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের পর্যবেক্ষণগুলি, যদি প্রয়োজন হয় বা নির্ভর করা হয় তবে সংশ্লিষ্ট আদালত/আদালতের সামনে আইন অনুসারে উপস্থাপিত প্রমাণের মাধ্যমে প্রমাণ সাপেক্ষে।

৩২) ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৪৪ ম্যাজিস্ট্রেটকে মামলার বস্তুগত তথ্য জানাতে হবে, যা এই ক্ষেত্রে পুলিশ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এবং এইভাবে সংশোধনের অধীনে উল্লিখিত আদেশটি আইন অনুসারে হওয়ার জন্য এই আদালতের কোনও হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই।

৩৩) তদনুসারে পুনর্বিবেচনার নিষ্পত্তি এই নির্দেশের সাথে করা হয় যে সিভিল কোর্ট সংশোধিত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের সংশোধনের অধীনে আদেশের পর্যবেক্ষণ দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে মামলাটি নিষ্পত্তি করবে।

৩৪) ২০১৯ সালের সিআরআর ১১১৯ এইভাবে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

৩৫) সমস্ত সংযুক্ত অ্যাপ্লিকেশন, যদি থাকে, নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

৩৬) অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ, যদি থাকে, খালি থাকে।

৩৭) এই রায়ের অনুলিপি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের জন্য বিচারিক আদালতে পাঠানো হবে।

৩৮) এই রায়ের জরুরী প্রত্যয়িত ওয়েবসাইট অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, সরবরাহ করা হবে সমস্ত প্রয়োজনীয় আইনি আনুষ্ঠানিকতা মেনে দ্রুততার সাথে।

(বিচারপতি শম্পা দত্ত (পল))

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly